না বোঝা জ্ঞান উপকারহীন

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) বলেন, "কাল্লিমুন নাসা 'আলা কাদারী 'উকুলিহীম"। "মানুষের সাথে তাদের বোঝার সামর্থ্য অনুযায়ী কথা বল"। একেকজন একেক জিনিস বোঝে। যদি তুমি একজন নিরক্ষঢ় মানুষের কাছে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষকের মত সবকিছু ব্যাখ্যা কর সে কিছুই বুঝবে না এবং ঘুমিয়ে পড়বে। এমনভাবে তার কাছে ব্যাখ্যা কর যেভাবে সে বুঝবে যেন সে জ্ঞান তার জন্য কার্যকরী হয় এমন তোমার কথা বলা বিফলে না যায়।

অনেক মানুষ সত্যিকারেই জানে না এবং শিখতে চায় অথচ যে তাদেরকে শেখাচ্ছে সে তাদের থেকে একটুও বেশি জ্ঞানী নয়। তারা ভাবে, "আমি কথা বলে নিজেকে দেখাই"। হৃদয় এবং মানে বিবর্জিত কথা উপকারহীন। কিন্তু, যদি তোমার জানা থাকে মানুষকে কোন জ্ঞান উপকার দেবে তাহলে মানুষ কিছু শিখতে পারবে। কিন্তু যদি তুমি খুব বড় বড় বিষয়ে কথা বল, মানুষ বুঝবেও না এবং উপকারও পাবে না।

তাই অতীতের মানুষেরা বলতেন, "লিকুল্লি মাকামিন মাকাল"। প্রতিটি স্তরের জন্যই বলার মত বিশেষ কথা আছে যা কিনা সেই জামাতেই বলার যোগ্য। তুমি যদি সেখানে অন্য কিছু বল তাহলে তা কোন কাজে আসবে না। অতএব, মানুষের কাছে আল্লাহ্‌র পরিচয় দেয়ার জন্য তোমাকে এমন কথা বলতে হবে যা তারা বুঝতে পারে যেন তারাও একটু একটু করে শিখতে পারে।

সবার জন্যই জ্ঞান আহরণ করা অবশ্যকর্তব্য। জ্ঞান উপকার দেয় যে শেখায় এবং যাকে শেখানো হয় উভয়কেই। যে শেখায় তার জন্য আছে বিশাল সাওয়াব। আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) বলেন,

خَيرُكُمْ مَن تَعَلَّمَ القُرْاٰنَ وَعَلَّمَه

"খাইরুকুম মান তা'আল্লামাল কুর'আনা ওয়া 'আল্লামাহ"। তোমাদের মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ যারা আল্লাহ্‌র বাণী, কুর'আন, শেখায় এবং যারা তা শেখে। তারাও শ্রেষ্ঠ মানুষ যারা আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর কথা শেখায়।

তাই, আমাদের বুদ্ধির সাথে চিন্তা করতে হবে, "এই মানুষটি কতটুকু শিখতে পারবে?" আজকের

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

দিনে অনেক স্কুলে এমন কঠিন কারিকুলামে ক্লাস করানো হয় যে তা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার মত মনে হয়। তারা কারিকুলামে এত কিছু ঠেসে দেয় শুধুমাত্র যেন তারা বলতে পারে যে তারা এতকিছু শিখিয়েছে। অথচ ছাত্ররা এতকিছু শিখতে পারে না এত কম সময়ের ভেতরে এবং শিক্ষক তাদের ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়।

আল্লাহ্ প্রথমে এই মানুষগুলোকে হিকমাহ (প্রজ্ঞা) দান করুন। হিকমাহ বলতে আমরা একটি অতি বৃহৎ জিনিস বোঝাচ্ছি যা সবার কাছে নেই। আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) বলেন, "যাদেরকে আমি হিকমাহ দান করি তারা এক বিশাল সম্পদের অধিকারী হয়েছে"। আল্লাহ্ আমাদেরকেও সেই প্রজ্ঞা থেকে দান করুন ইনশাআল্লাহ।

ওয়া মিন আল্লাহ্ আত-তাওফিক। আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল
২৬ নভেম্বার ২০১৬/২৬ সাফার ১৪৩৮
ফাজার নামায, আকবাবা দারগাহ।